প্রাচীন সভ্যতা সিরিজ ৮

রোম

এ কে এম শাহনাওয়াজ

প্রাচীন সভ্যতা সিরিজ ৮

গ্রিস

এ কে এম শাহনাওয়াজ

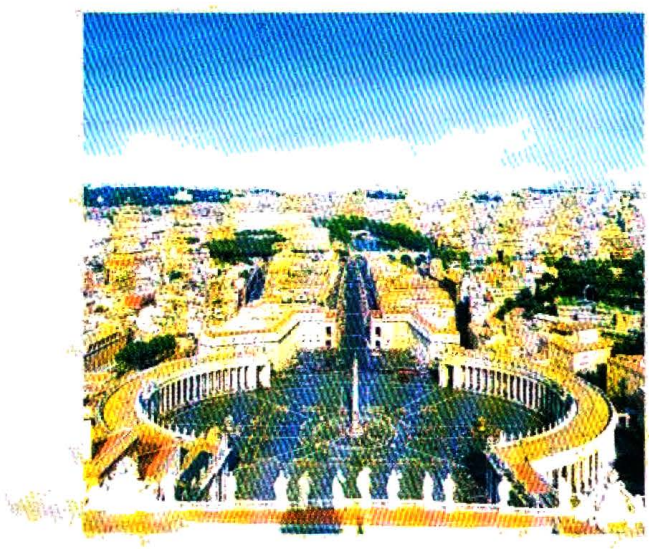

প্রথমা

প্রাচীন সভ্যতা সিরিজ-৮
রোম
গ্রন্থস্বত্ব © লেখক
দ্বিতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪১৯, জুলাই ২০১২
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১৬, নভেম্বর ২০০৯
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ১৫০ টাকা

Prachin Sabhyata Series-8
Rome
by A K M Shahnawaz
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8110081
e-mail : prothoma@prothom-alo.info
Price : Taka 150 only

ISBN 978 984 8765 20 3

ভূমিকা

সভ্যতার ইতিহাস লেখায় নিজেকে যুক্ত রেখেছি প্রায় দেড় দশক। এ-সংক্রান্ত আমার লেখা বই সাধারণ পাঠক ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রয়োজন কিছুটা মেটায়। *প্রাচীন পৃথিবী* নামে ছোটদের জন্য আমার লেখা প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ে একটি বই এক দশক আগে প্রকাশিত হয়। এর পর থেকেই একটি শূন্যতা অনুভব করছিলাম। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে শিশু-কিশোরের মধ্যে খুব সাধারণভাবে হলেও বিশ্ব ইতিহাস; বিশেষ করে, সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। এর ভেতর দিয়ে নিজেকে এবং জগৎকে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। কিন্তু এই আগ্রহ তৈরির জন্য প্রয়োজন ইতিহাসের তথ্যে ভারাক্রান্ত কোনো বই নয়—রঙিন ছবিতে সমৃদ্ধ সহজ, সাবলীল ভাষায় যতটা সম্ভব নির্ভার তথ্যে সীমিত পৃষ্ঠায় বিশ্বসভ্যতা উপস্থাপন। এই দায়িত্ববোধ থেকে নিজেকে যখন প্রস্তুত করছিলাম, তখন এগিয়ে এল প্রথমা প্রকাশন। প্রকাশকের আগ্রহের সঙ্গে আমার চিন্তা মিলে যাওয়ায় আমি বই লেখায় নিজেকে যুক্ত করলাম। প্রতিনিধিত্বশীল কয়েকটি সভ্যতা নিয়ে *প্রাচীন সভ্যতা সিরিজ* নামে আট খণ্ডে বই লেখার যাত্রা শুরু এভাবেই।

সিরিজের এই অষ্টম বইটি রোম সভ্যতা নিয়ে লেখা। প্রাচীন পৃথিবীতে নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল প্রধানত এশিয়া ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে। ইজিয়ান সভ্যতার মধ্য দিয়ে ইউরোপে একসময় নগরসভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। এরপর ইউরোপের গ্রিস ও রোমে দুটো পূর্ণাঙ্গ নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে। কিছুটা গ্রিস সভ্যতার প্রভাব থাকলেও রোম তার নিজস্ব ধারায়ই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। ইতালির এক ছোট গ্রাম রোমে প্রথম নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে। এরপর রোমে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজাতন্ত্র। একপর্যায়ে প্রজাতন্ত্র ভেঙে যায়। এর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় শক্তিশালী সাম্রাজ্য। রোমের বিখ্যাত সম্রাটেরা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। রোম সভ্যতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যসহ শিল্পকলার নানা ক্ষেত্রে বেশ উন্নয়ন ঘটেছিল। রোম সভ্যতাই ছিল প্রাচীন ইতিহাসের শেষ নগরসভ্যতা। এই সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটে প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার। এরপরই যাত্রা শুরু হয় মধ্যযুগের।

লেখা আর রঙিন ছবি দিয়ে সাজানো এ বই শিশু-কিশোরদের ভালো লাগলে এই প্রকাশনায় যুক্ত সবার শ্রম সার্থক হবে।

এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

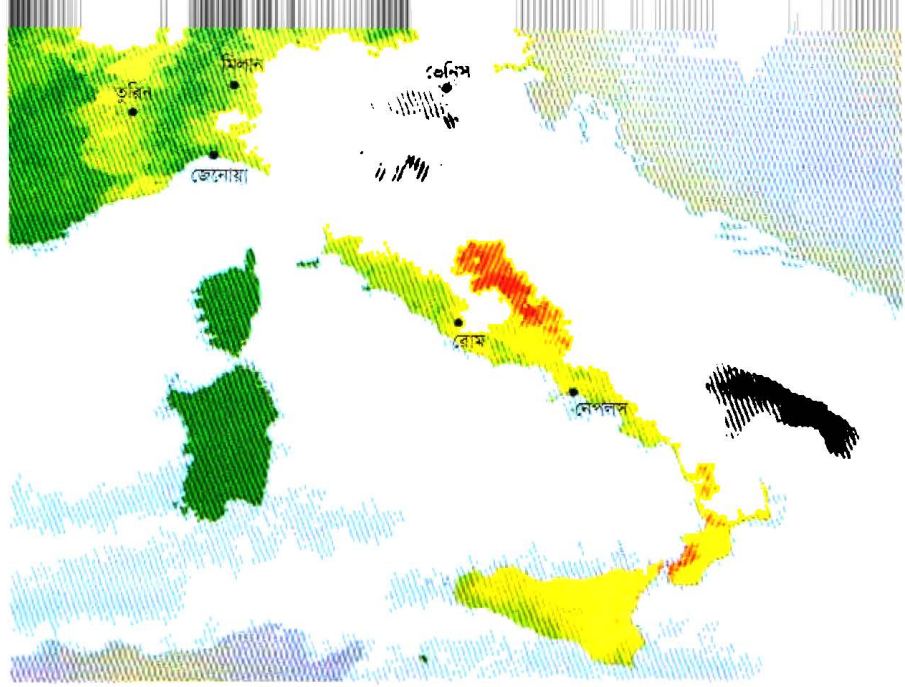

ইতালির মানচিত্র

সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

রোম সভ্যতার পরিচয়

তখনো গ্রিস সভ্যতার গৌরব একেবারে ম্লান হয়ে যায়নি। এ সময় ইউরোপের মাটিতে আরেকটি সভ্যতা গড়ে ওঠার প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই নতুন সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় টাইবার নদীর তীর থেকে। সভ্যতাটি রোম সভ্যতা নামে পরিচিত হয়। গ্রিসের সভ্যতার যখন স্বর্ণযুগ চলছিল, তখনই যাত্রা শুরু হয় রোম সভ্যতার। পরবর্তী প্রায় ছয় শ বছর এই সভ্যতা নিজের গৌরব নিয়ে টিকে থাকে।

সব সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের ভূমিকা থাকে। রোম সভ্যতা জন্ম নেওয়ার পেছনে একইভাবে রোমের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের ভূমিকা ছিল। ইতালি অঞ্চলটি দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে শুরু করে বিস্তৃত ছিল উত্তরে আল্পস পর্বত পর্যন্ত। পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগর থেকে একটি বাহুর মতো বেরিয়েছে এড্রিয়াটিক সাগর। এই সাগর ইতালি ও পশ্চিম যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে একটি সংযোগ তৈরি করেছে। এড্রিয়াটিক সাগরতীরে ইতালির উত্তর-পূর্ব অংশে ছিল প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া। ইতালির পশ্চিমেও ছিল ভূমধ্যসাগরের জলভাগ। প্রাচীনকালে সাগরের এই অংশটির নাম ছিল ইট্রুস্কান সাগর।

এ যুগে ইতালির বসতি

ইতালিতে গড়ে ওঠে বসতি

রোমে প্রাকৃতিক সম্পদ তেমন বিশেষ কিছু ছিল না। অল্প পরিমাণে খনিজ সম্পদ ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খনিজদ্রব্য হচ্ছে মর্মর পাথর, তামা, স্বর্ণ ও লোহা। সমুদ্রসীমা অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল, কিন্তু বন্দর গড়ে তোলার মতো সুবিধা ছিল না। টারেন্টাম আর নেপলস বন্দর থেকে বাণিজ্য জাহাজগুলো পণ্য আনা-নেওয়া করত। তবে গ্রিসের চেয়ে রোমে উর্বর জমির পরিমাণ বেশি ছিল। তাই ফসল ফলানোর সুযোগ ছিল বেশি।

ভৌগোলিক দিক থেকে চারদিক খোলা থাকায় বিভিন্ন দেশের আক্রমণকারীরা রোমে প্রায়ই আঘাত হানত। এভাবে রোমের স্থায়ী অধিবাসীদের সঙ্গে ভিনদেশিদের সংঘর্ষ লেগেই থাকত। এ ধরনের অভিজ্ঞতার কারণে ধীরে ধীরে রোমানরা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই ইতালি অঞ্চলে মানুষের বসবাস ছিল। নবোপলীয় বা নতুন পাথরের যুগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে বসবাস শুরু করে। এদের মধ্যে কেউ এসেছে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে, কেউ উত্তর আফ্রিকা থেকে আর কোনো কোনো জাতি এসেছে স্পেন ও ফ্রান্স থেকে।

ব্রোঞ্জযুগে আরেক ধাপ বিদেশিদের আগমন ঘটে। এ পর্যায়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একদল মানুষ আসে আল্পস পর্বতের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে। এরা ছিল কৃষিজীবী। এরাই ইতালিতে ঘোড়া ও দুই চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার চালু করে। ইতালিতে লোহার ব্যবহার শুরু হয় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে। ধারণা করা হয়, ইট্রুস্কান নামে পরিচিত একটি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি ইতালিকে গড়ে তুলেছিল।

ইট্রুস্কান নগর

ইট্রুস্কানদের কথা

ইট্রুস্কানরা প্রথম কোথা থেকে এসেছিল, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, এরা এশিয়া মাইনরের আদি অধিবাসী। একসময় তারা ইতালির ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। এখানে এসে ইট্রুস্কানরা খুব বড় কোনো সাম্রাজ্য গড়ে তোলেনি। তারা বসতি স্থাপন করেছিল টাইবার নদীর উত্তর ও দক্ষিণে। পাহাড়ের ওপর ছিল ইট্রুস্কানদের শহর। ফলে যেকোনো আক্রমণ থেকে এরা ছিল অনেক বেশি নিরাপদ। ইট্রুস্কান শহরগুলো ছিল দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রতি শহরের এক পাশে থাকত সমাধিক্ষেত্র। এখনো ইতালিতে সমাধিক্ষেত্রগুলো শহরের এক পাশে দেখা যায়। ইট্রুস্কান রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ইট্রুরিয়া। ইট্রুস্কানদের বড় ইমারত বলতে মন্দিরগুলোকে বোঝাত। এসব ইমারতে গ্রিক স্থাপত্যের প্রভাব ছিল। সব মন্দিরই ছিল খাড়া এবং দক্ষিণ দিকে মুখ করা। সামনের দিক থেকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি ছিল। সাধারণ অধিবাসীরা গোলাকার কুঁড়েঘরে বাস করত।

ইট্রুস্কানরা অনেক যত্ন করে সমাধি মন্দির তৈরি করত। এসব সমাধিতে চমৎকার দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেছে। এসবের মধ্যে ছিল নানা রকম নকশা আঁকা মাটির পাত্র এবং ধাতুর তৈরি জিনিসপত্র। কারুকাজ করা পাথর দিয়ে সমাধি নির্মাণ করা হতো। ফাঁকে ফাঁকে বসানো হতো পোড়ামাটির নকশা। অনেক সমাধির দেয়ালে রঙিন ছবি আঁকা ছিল।

ইট্রুস্কান ভাস্কর্য

ইট্রুস্কান মন্দির

ইট্রুস্কানদের একটি লিখনপদ্ধতি ছিল। তাদের বর্ণগুলো ছিল অনেকটা গ্রিক লিপির মতো। তবে ইট্রুস্কান লিপি খুব বেশিসংখ্যক এখনো আবিষ্কার করা যায়নি। আর তা পুরোপুরি পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয়নি।

ইট্রুস্কানরা নানা রকম ধর্মানুষ্ঠান পালন করত। বেশ কজন ইট্রুস্কান দেবদেবীর নামও পাওয়া যায়। ধর্মের প্রভাবে ইট্রুস্কানরা জাদুবিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করত। ইট্রুস্কানদের প্রধান দেবতার নাম 'টিনিয়া'। গ্রিক দেবতা জিউসের মতো তিনি ছিলেন আকাশদেবতা। আরও দুজন গুরুত্বপূর্ণ দেবদেবী ছিলেন; এদের একজন দেবতা 'ইউনি', অন্যজন দেবী 'মিনার্ভা'।

ইট্রুস্কানরা রোমসহ উত্তর ও মধ্য ইতালিতে ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। তাদের হাতেই এই অঞ্চলে উন্নত সভ্যতার ভিত্তি তৈরি হয়। রোম এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশ ইট্রুস্কানদের কাছ থেকেই ধর্মীয় ধারণা পেয়েছিল।

ইট্রুস্কান রাজ্যে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। অভিজাতেরা রাজাকে সাহায্য করতেন। জনসাধারণের বেশির ভাগ ছিল ক্রীতদাস ও ভূমিদাস। ইতালিতে ১২টি ইট্রুস্কান শহর একত্র হয়ে রাজ্য গড়েছিল। এ কারণে রোমের সামাজিক জীবনে ইট্রুস্কানদের প্রভাব দেখা যায়।

একপর্যায়ে ইট্রুস্কান নগরগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। এভাবে তাদের শক্তি ক্ষয়ে যেতে থাকে। একসময় দক্ষিণ ইতালিতে গ্রিকরা ইট্রুস্কানদের পরাজিত করে। এরপরই রোমের নেতৃত্বে ইতালির জাতিসমূহের হাতে ইট্রুস্কানদের ক্ষমতার চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

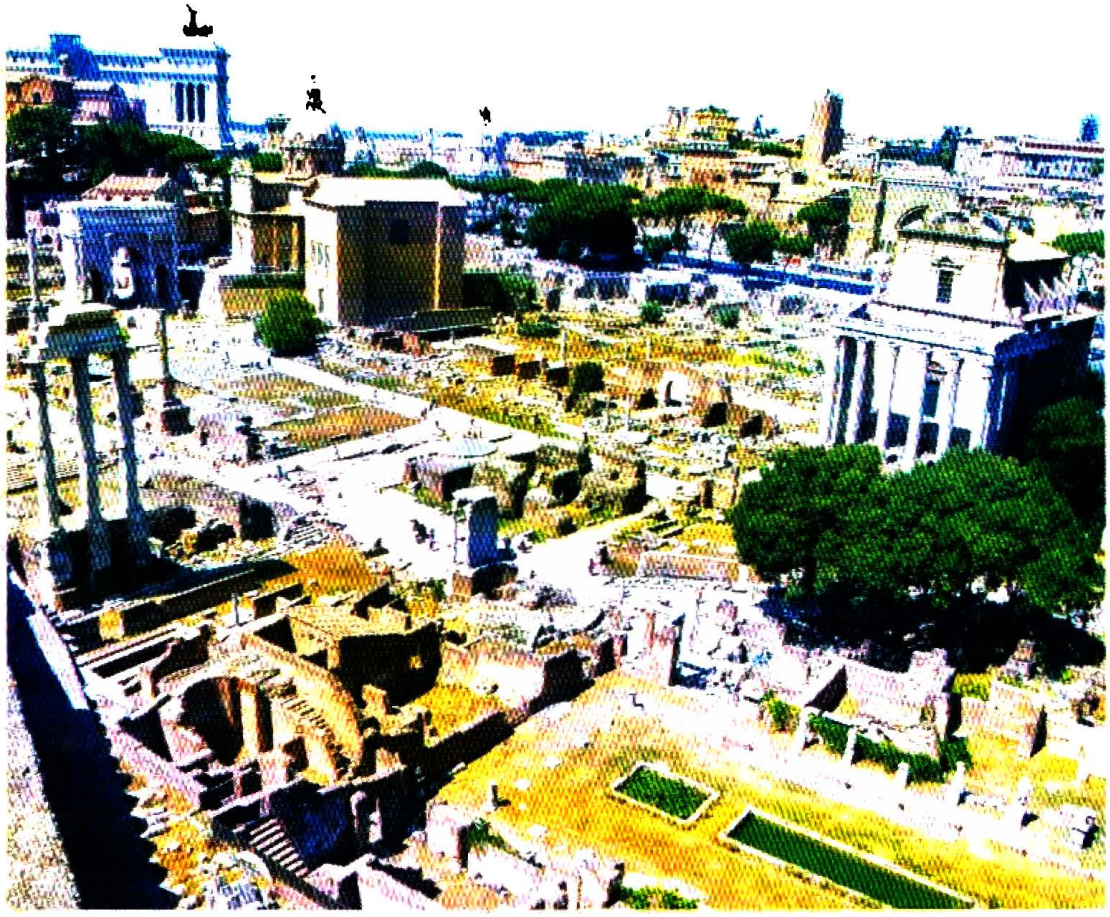

প্রাচীন রোম

রোম নগরের জন্ম

উত্তর ইতালিতে ইন্দো-ইউরোপীয় এক জাতি ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের বলা হতো 'ল্যাটিন'। তাদের ভাষাও ল্যাটিন নামে পরিচিত ছিল। প্রথমে এরা নগররাষ্ট্র গড়ে তোলে। এই জাতিগোষ্ঠীর এক রাজার নাম ছিল রোমিউলাস। তিনি একটি নগর গড়ে তোলেন। রোমিউলাসের গড়া নগর বলে এর নাম হয় রোম। রোম নগর ইট্রুস্কান সাগর থেকে ১৪ মাইল দূরে টাইবার নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

প্রথম দিকে জনগণ রোমের রাজা নির্বাচন করত। রাজা ছিলেন সামরিক, ধর্মীয় ও আইনের ক্ষেত্রে প্রধান। দুটো পরিষদ রাজাকে সহায়তা করত। এর একটির নাম সিনেট, অন্যটি ছিল জনগণের পরিষদ। গোত্রপ্রধান অভিজাতেরা সিনেটের সদস্য হতেন, আর নগররাষ্ট্রের মুক্ত মানুষদের মধ্য থেকে জনগণের পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হতো। দাসেরা এই পরিষদের সদস্য হতে পারত না। রোমে নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠার আগেই ইট্রুস্কানরা এখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রোমসহ ইট্রুস্কানদের অধিকার করা গোটা অঞ্চলকে বলা হতো 'ল্যাটিয়াম'। রোমানরা ইট্রুস্কানদের কাছ থেকে সভ্য জীবন, শিল্পকলা ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে নতুন ধারণা লাভ করেছিল। রোমানরা শক্তি সঞ্চয় করে ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই ইট্রুস্কানদের পরাজিত করে।

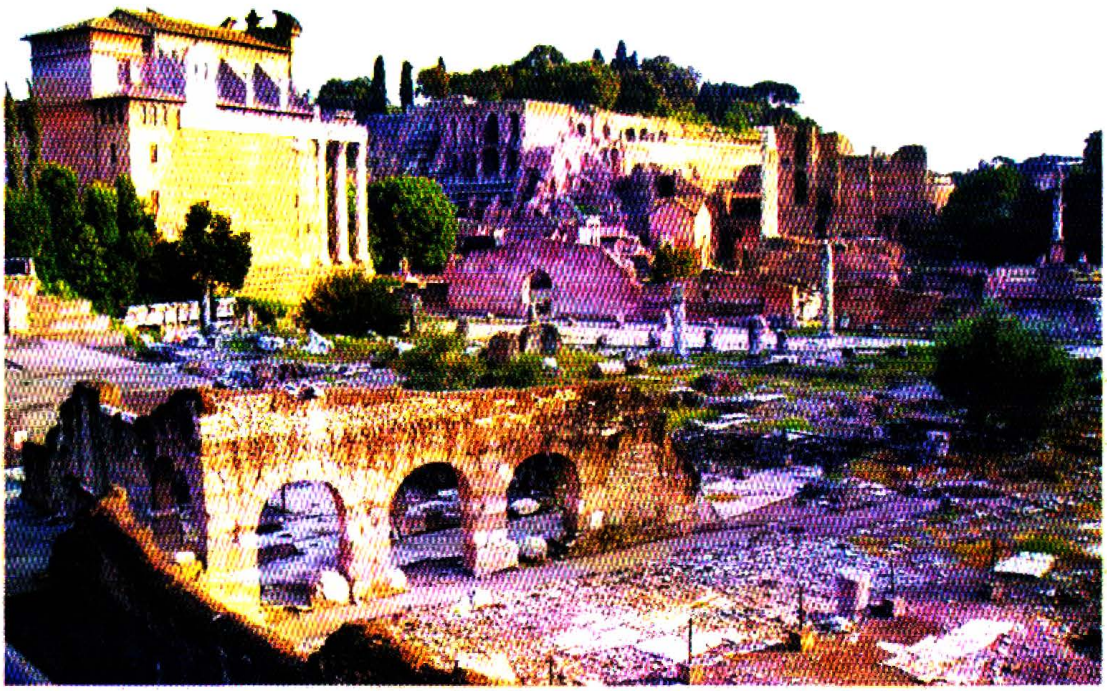

রোম নগরের ধ্বংসাবশেষ

রোম প্রজাতন্ত্র

রাজার একক ক্ষমতায় শাসন করা রাজতন্ত্র রোমে বেশি দিন টেকেনি। ৬০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শেষ দিকে রাজতন্ত্রের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজাতন্ত্র। এ সময় রাজার পাশাপাশি কয়েকজন অভিজাত শ্রেণীর মানুষও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা পায়। কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম ২০০ বছর খুব শান্তিতে থাকতে পারেনি রোমানরা। এই সময় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্নজাতির মানুষেরা প্রায়ই বিদ্রোহ করত। এর মধ্যে রোমের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে জমির চাহিদাও বাড়ে। যুদ্ধ করে সব ছিনিয়ে নেওয়ার চিন্তা রোমানদের মধ্যে জায়গা করে নেয়। তাই ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শুরুতেই জমি দখল নিয়ে চারদিকে সংঘর্ষ বাধতে থাকে। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে একপর্যায়ে রোম সমগ্র ইতালি উপদ্বীপ দখল করে নেয়।

এত দীর্ঘদিন ধরে চলা যুদ্ধের একটি খারাপ প্রভাব পড়ে রোমের মানুষের মধ্যে। অনেক কাল সেনাবাহিনীতে চাকরি করায় জমি চাষে কৃষকদের আগ্রহ কমে যায়। ঋণ শোধ করতে না পারায় অনেক নাগরিকের জমি ভূস্বামীরা কেড়ে নেয়। এভাবে রোমে বড় বড় জমিদারের দেখা মেলে। কৃষির ক্ষেত্রে এবার নতুন করে উন্নতি দেখা দিতে থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ ও দাসদের দিয়ে জমি চাষ করানো হতো।

এ পর্যায়ে রোমের শাসনব্যবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। তখন অভিজাতদের মধ্য থেকে দুজন রাজা নির্বাচন করা হতো। এদের বলা হতো কনসাল। রাজা এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন।

রোমের সাধারণ জীবনচিত্র

রোমান সেনা

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান

ধীরে ধীরে রোমের অভিজাতেরা খুব ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েন। একসময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব বাড়তে থাকে। রোমের জনগণ অভিজাতদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এভাবে রোমের জনসাধারণ প্রধান দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। অভিজাত আর জমিদারদের শ্রেণীটিকে বলা হতো প্যাট্রিসিয়ান আর কৃষক, কারিগর ও বণিকদের নিয়ে গড়া সাধারণ মানুষের শ্রেণীকে বলা হতো প্লেবিয়ান। প্যাট্রিসিয়ানরা একচেটিয়াভাবে সিনেটের সব পদ দখল করেছিল। তাদের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছিল প্লেবিয়ানদের। প্লেবিয়ানরা বাধ্য ছিল প্যাট্রিসিয়ানদের হয়ে যুদ্ধ করতে, তাদের খামারে কাজ করতে। প্যাট্রিসিয়ানদের উচ্চ হারে কর দিতে বাধ্য ছিল প্লেবিয়ানরা। জনগণের পরিষদের সদস্য হওয়া ছাড়া প্লেবিয়ানদের আর কোনো অধিকার ছিল না। তাদের নানাভাবে অত্যাচার করত প্যাট্রিসিয়ানরা। অবশেষে নিজেদের অধিকার রক্ষা করার জন্য প্লেবিয়ানরা ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। তারা ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের প্রথম দিকেই প্যাট্রিসিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

শেষ পর্যন্ত প্লেবিয়ানদের বিজয় হয়। প্যাট্রিসিয়ানরা কয়েকটি অধিকার প্লেবিয়ানদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সিদ্ধান্ত হয়, প্লেবিয়ানরা সিনেটে তাদের ১০ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে। এদের ট্রিবিউন বা ম্যাজিস্ট্রেট বলা হতো। তারা সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করতে পারত। এই আন্দোলনের বড় ফল ছিল রোমে আইন সংকলন করা। এত কাল রোমে কোনো লিখিত আইন ছিল না। এবার ১২টি ব্রোঞ্জের পাতে আইন লেখা হয়। এই লিখিত আইনকে বলা হতো 'হেবিয়াস করপাস'। প্লেবিয়ানদের অধিকার বৃদ্ধি পাওয়ায় একসময় অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রজাতন্ত্র অনেকটা গণতান্ত্রিক হতে থাকে।

দেবতা জুপিটার

দেবী মিনার্ভা

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকায় এ পর্যায়ে রোম প্রজাতন্ত্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের তেমন বিকাশ ঘটেনি। এ সময় রোমের অধিকাংশ মানুষই ছিল অশিক্ষিত। তাদের কাজ বলতে ছিল যুদ্ধ আর কৃষিকাজ করা। এ সময় রোমে কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্যের তেমন প্রসার ঘটেনি। যে কারণে রোমে তখন কোনো মুদ্রাব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। গ্রিক আর রোমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিল ছিল। তাই এ যুগে রোমের ধর্মের কাঠামো ছিল গ্রিকদের ধর্মের মতোই। এ কারণে রোমান দেবদেবীর সঙ্গে গ্রিক দেবদেবীর মিল পাওয়া যায়। গ্রিক দেবতা জিউসের মতো রোমের আকাশদেবতা ছিলেন জুপিটার। রোমের দেবী মিনার্ভা ছিলেন গ্রিসের শিল্পের দেবী এথেনার মতো। প্রেমের দেবী ভেনাস গ্রিক দেবী আফ্রোদিতির মতো ছিলেন। রোমের সাগরদেবতা নেপচুনের সঙ্গে মিল রয়েছে গ্রিক দেবতা পসিডনের। রোমের ধর্মে ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভাবা হতো না। তার বদলে রোমানরা সম্প্রদায় ও পরিবারের ভালোর জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করত। রোমানরা নীতিবান হওয়া, সৎপথে চলা ও বীরত্ব দেখানোকে পুণ্য কাজ মনে করত। রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকাকে তারা ধর্মীয় কাজ মনে করত।

পিউনিক যুদ্ধ

কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধ

২৬৫ থেকে ২৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রোম পুরো ইতালি দখল করে নেয়। এত সব বিজয় রোমান শাসকদের অনেকটা লোভী করে তোলে। তাঁরা হয়ে পড়েন সাম্রাজ্যবাদী নতুন নতুন দেশ দখল করার জন্য অগ্রসর হন। রোমের রাজারা বুঝতে পারেন, সিসিলি দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগর-তীরের কয়েকটি দেশ দখলে রাখতে পারলে রোম সব সময় নিরাপদে থাকবে। ফলে ২৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পর থেকে রোম বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

এ যুগে আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত সমুদ্রতীরের দেশগুলো ছিল বেশ সম্পদশালী। এদের মধ্যে কার্থেজ ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। কার্থেজবাসীরা ছিল বণিক জাতি। কার্থেজের রাজারা নিজ দেশে তেমন সুশাসন স্থাপন করতে পারেননি। রাজা ও অভিজাতদের প্রতি সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। ধনী অভিজাত বণিকেরাই সরকার পরিচালনা করত।

রোমানদের দৃষ্টি পড়ে এই সম্পদশালী কার্থেজের দিকে। ফলে রোম আর কার্থেজের মধ্যে পর পর তিনবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত। রোমানরা কার্থেজবাসীদের বলত 'পিনি'। পিনি শব্দটি এসেছে 'ফিনিশীয়' শব্দ থেকে একসময় কার্থেজ দখল করে ফিনিশীয়রা সেখানে উপনিবেশ বানিয়েছিল। রোমানরা কার্থেজবাসীদের ফিনিশীয় বলেই মনে করত। এ কারণেই কার্থেজ যুদ্ধ পিউনিক যুদ্ধ নামে পরিচিত।

রোমান বাহিনী

কার্থেজের সেনাবাহিনী

যুদ্ধের ফলাফল

কার্থেজ যুদ্ধের ফলাফল রোমানদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মোট তিনটি পিউনিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ২৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শুরু হওয়া প্রথম যুদ্ধ চলে টানা ২৩ বছর। এই যুদ্ধে রোমানরা জয়ী হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর টাকাকড়ি দিতে হয় রোমকে। ২১৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে শুরু হওয়া দ্বিতীয় কার্থেজ যুদ্ধ চলে ১৬ বছর। এবারও রোমের জয় হয়। রোম আফ্রিকার অনেক অঞ্চল দখল ছাড়াও কার্থেজের কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ আদায় করে। ১৪৯ থেকে ১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত চলে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর। বিপুলসংখ্যক কার্থেজবাসী রোমান যোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। বন্দী কার্থেজবাসীদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়।

পিউনিক বা কার্থেজ যুদ্ধের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরের নানা দেশ রোমের অধিকারে আসায় এক বিশাল অঞ্চলে রোমের সাম্রাজ্য ছড়িয়ে পড়ে। বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দীকে দাস বানায় রোমানরা। এভাবে রোমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কার্থেজ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রোমের অর্থভান্ডারও সমৃদ্ধ হয়।

বন্দী দাসদের পলায়ন

স্পার্টাকাস

স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ

রোমের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বড় পরিবর্তন আসে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এ সময় জুলিয়াস সিজার রোমের সম্রাট হয়ে নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন। ১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পিউনিক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পর্যন্ত রোমের জনজীবন ছিল অশান্ত, সংঘাতময়। এ সময় শাসকদের মধ্যে চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। গুপ্তহত্যা আর বিদ্রোহের ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে। এই সময়েই সংঘটিত হয় স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ রোমের সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড় রকমের প্রভাব ফেলে।

প্রাচীনকালে রোমের নগরগুলোতে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হতো। এটি ছিল নগরবাসীর বিনোদন। হিংস্র পশুর সঙ্গে দাসদের মল্লযুদ্ধ করতে হতো। এই যুদ্ধে পশুর আক্রমণে অনেক দাস মারা যেত। দক্ষ মল্লযোদ্ধা বানাতে রোমে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'কাপুয়া' নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের একজন মল্লযোদ্ধা হচ্ছেন স্পার্টাকাস। স্পার্টাকাসের বাড়ি ছিল থ্রেসে। সেখান থেকে তাকে বন্দী করে আনা হয়েছিল। স্পার্টাকাস গোপনে কাপুয়ার স্কুলে থাকা মল্লযোদ্ধাদের জড়ো করেন। তাঁরা সুযোগ বুঝে পালিয়ে গিয়ে ৭৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিদ্রোহ করেন। এদের সঙ্গে অন্যান্য জায়গা থেকে পালিয়ে আসা ক্রীতদাসেরা যোগ দেয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম সংগঠিত দাস বিদ্রোহ। রোমান শাসকদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন স্পার্টাকাস। তাঁর বিদ্রোহ দুই বছর টিকেছিল। শেষ পর্যন্ত ৭১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাস নিহত হন।

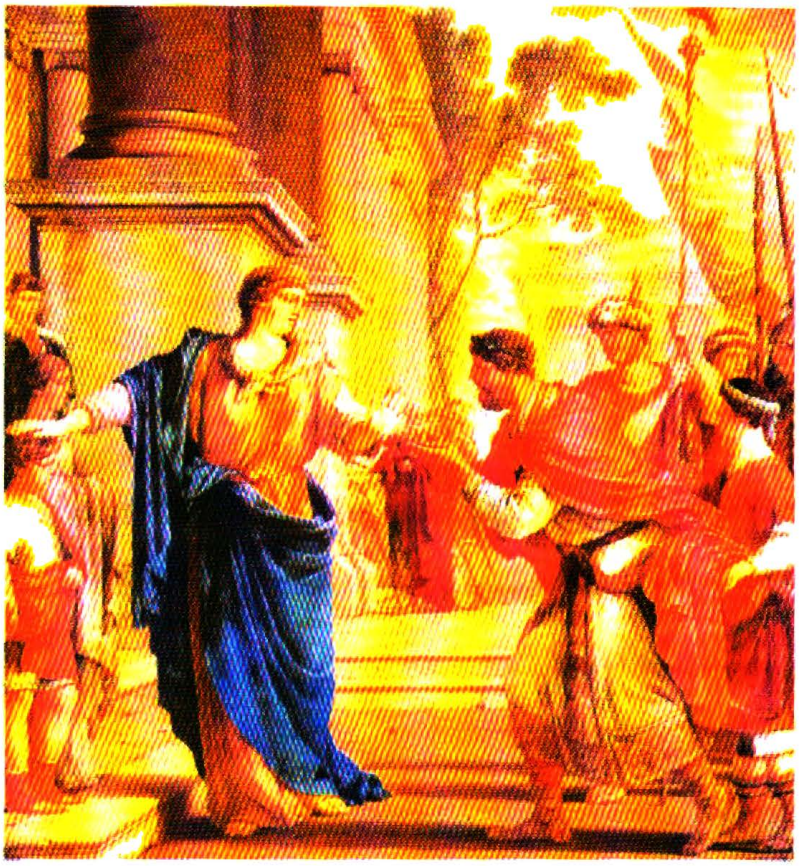

শিল্পীর আঁকা গ্রাকি ভাইদের ছবি

গ্রাকি ভাইদের কথা

ক্রীতদাস প্রথা রোমের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নানা সমস্যা তৈরি করেছিল। ঠিক এমন একটি অবস্থায় রোমের রাজনীতিতে গ্রাকি উপাধিধারী দুই ভাইয়ের আবির্ভাব ঘটে। সিনেটের অভিজাতেরা এ সময় ভূমিহীন চাষিদের নানাভাবে শোষণ করত। চাষিদের রক্ষা করতেই এই দুই ভাই এগিয়ে আসেন। বড় ভাইয়ের নাম ছিল টিবেরিয়াস গ্রাকাস। ১৩৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্লেবিয়ানদের পক্ষ থেকে ট্রিবিউন বা ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাচিত হন। তিনি ভূমিসংক্রান্ত একটি আইন পাস করানোর চেষ্টা করেন। যাতে ভূস্বামী জমিদারদের ক্ষমতা কিছুটা কমে। তিনি প্রস্তাব রাখেন, কারও ৩১০ একরের বেশি জমি থাকতে পারবে না। অতিরিক্ত জমি খাজনার বিনিময়ে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। আইনটি পাস হওয়ার আগে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। অভিজাত গোষ্ঠী দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়ে ৩০০ সমর্থকসহ টিবেরিয়াস গ্রাকাসকে হত্যা করে।

ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য এগিয়ে আসেন ছোট ভাই গেইয়াস গ্রাকাস। ১২৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি ট্রিবিউন নির্বাচিত হন। প্রথমেই তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করেন। এই আইনবলে নাগরিকেরা অর্ধেক দামে জিনিসপত্র কিনতে পারত। এবার তিনি সিনেটের ক্ষমতা কমানোর চেষ্টা করেন। ফলে অভিজাতেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর ফল হিসেবে গেইয়াস গ্রেকাসকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

জুলিয়াস সিজার

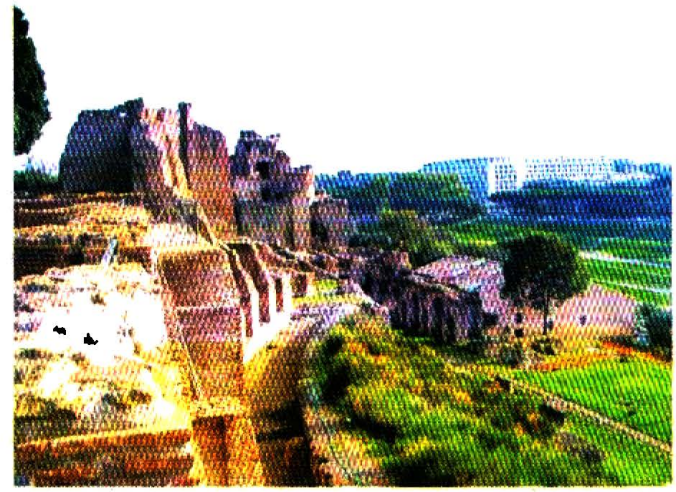

রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

জুলিয়াস সিজার

এরপর আবার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয় রোম। সামরিক নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য একে অপরের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে যান। মারিয়াস ও সুল্লা নামে দুই সেনানায়ক একে একে ক্ষমতায় আসেন। এরপর ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় সামনের সারিতে চলে আসেন দুই বিখ্যাত যোদ্ধা পম্পে ও জুলিয়াস সিজার। শেষ পর্যন্ত জয় হয় জুলিয়াস সিজারের। রোমান সম্রাট হিসেবে তিনি সিংহাসনে বসেন ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের মতো তিনিও নতুন করে তাঁর প্রশাসন সাজান। জুলিয়াস সিজার বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন।

রোমের সংবিধানের ধারাগুলো ছিল অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে। জুলিয়াস সিজার এই সংবিধান বাতিল করে দিয়ে সব প্রশাসনিক ক্ষমতা নিজের অধীনে নিয়ে আসেন। সিনেটের সিদ্ধান্তের বদলে সিজার বিভিন্ন শহরে নিজেই গভর্নর নিয়োগ করতে থাকেন। তিনি সব শ্রেণীর রোমান ও সাম্রাজ্যে বাস করা জার্মান গোত্রের মানুষদের পূর্ণ নাগরিকত্ব দেন। জনকল্যাণের দিকেও নজর দিয়েছিলেন সম্রাট। শুধু অভিজাত নন, সিনেটের সদস্য হওয়ার অধিকার এবার সবাইকে দেওয়া হয়। সিনেটের সদস্যসংখ্যা আগে ৩০০ ছিল, সম্রাট তা বাড়িয়ে ৯০০ করেন।

এত কিছুর পরও রোমের মানুষেরা এক ব্যক্তির শাসন মেনে নিতে পারেনি। এর বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হতে থাকে। ফল হিসেবে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন জুলিয়াস সিজার।

মার্ক এন্টনি

ক্লিওপেট্রা

অক্টেভিয়ান সিজার

তিনজনের শাসন

জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর অশান্ত হয়ে ওঠে রোম। চারদিকে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। রোমের পুরোনো চিন্তার অনুসারী আর জুলিয়াস সিজারের অনুসারীদের মধ্যে এই যুদ্ধ বেধেছিল। শেষ পর্যন্ত জুলিয়াস সিজারের পক্ষের শক্তি জয়ী হয়। এই দলের তিনজন নেতা ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন জুলিয়াস সিজারের দত্তক ছেলে (তাঁর ভাই বা বোনের ছেলে) অক্টেভিয়ান সিজার, জুলিয়াস সিজারের বন্ধু মার্ক এন্টনি ও লেপিডাস। এবার রোমের শাসনভার গ্রহণ করেন এই তিনজন একত্রে। তাই একে বলা হয় ত্রয়ী শাসন বা তিনজনের শাসন. জনগণ ৪২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভোট দিয়ে তাদের ক্ষমতায় বসায়।

গোটা রোমকে তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করে তাঁরা শাসন করেছিলেন। ইতালিসহ রাজ্যের পশ্চিমাংশ ছিল অক্টেভিয়ান সিজারের হাতে। পূর্বাঞ্চল এন্টনির এবং আফ্রিকার প্রদেশগুলো ছিল লেপিডাসের নিয়ন্ত্রণে। তাঁদের মধ্যে রাজ্য শাসনে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন অক্টেভিয়ান। ধীরে ধীরে তিনি পুরো রোম সাম্রাজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। তিনি প্রথমে লেপিডাসকে পরাজিত করেন। এ সময় এন্টনি ইতিহাসে খ্যাতিময়ী ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে আলেকজান্দ্রিয়ায় বিলাসী জীবন যাপন করছিলেন। খবর আসে ক্লিওপেট্রার পরামর্শে এন্টনি রোম দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই সেনা নিয়ে অগ্রসর হতে হয় অক্টেভিয়ানকে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এন্টনি ও ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করেন। ৩১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সিনেট অক্টেভিয়ান সিজারকে একক সম্রাট হিসেবে রোমের সিংহাসনে বসায়।

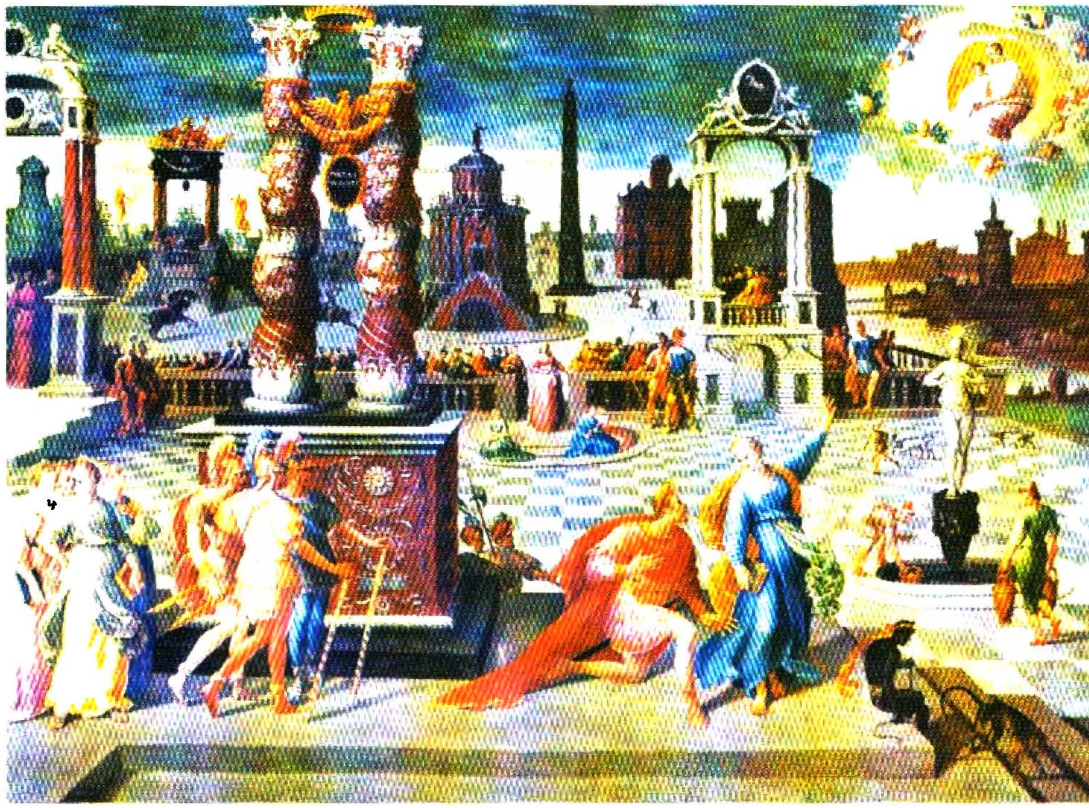

অগাস্টাস সিজারের প্রাসাদ-চত্বরের চিত্র

অগাস্টাস সিজার

অক্টেভিয়ান রোমের সম্রাট হয়ে নতুন নাম গ্রহণ করেন। তিনি হয়ে যান অগাস্টাস সিজার। 'অগাস্টাস' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সম্মানিত সম্রাট'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরপর রোমের সব সম্রাট নিজেদের অগাস্টাস সিজার বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। শুধু সম্রাট নন, অগাস্টাস সিজার নিজেকে রোমের ধর্ম ও সামরিক ক্ষেত্রে প্রধান হিসেবে ঘোষণা দেন। রোমের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিনেটরকে বলা হতো প্রথম বা প্রিন্সেপ সিনেটর। অগাস্টাস সিজার নিজেকে 'প্রিন্সেপ' বলে ঘোষণা দেন। এ কারণে তাঁর শাসনকালকে বলা হয় 'প্রিন্সেপেট'।

সাম্রাজ্য শাসনে অগাস্টাস সিজার অনুসরণ করেছিলেন জুলিয়াস সিজারকে। তিনি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অভিজ্ঞ ও যোগ্য কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতেন। প্রদেশের শাসনকর্তারা যাতে বিদ্রোহ করতে না পারেন, সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখতেন। প্রজার ওপর নির্যাতন করলে বা ঘুষ নিলে সম্রাট সেই শাসক বা কর্মকর্তাদের তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন। বিলাসী না হয়ে সৎ জীবন যাপনের জন্য তিনি নাগরিকদের পরামর্শ দিতেন। তিনি সাম্রাজ্যে এমন আইন চালু করেছিলেন, যাতে সবাই সুবিচার পায়। বিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে অগাস্টাস সিজার বড় বড় রাস্তা তৈরি করেছিলেন। গ্রিসের অনুসরণে তিনি নির্মাণ করেছিলেন উন্মুক্ত নাট্যশালা বা এম্ফিথিয়েটার, ড্রেন-ব্যবস্থা এবং অনেক ইমারত। তাঁর সময়ে রোমে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। অগাস্টাস সিজার তাঁর সময়ে তৈরি স্থাপত্যে ইটের বদলে প্রচুর মর্মর পাথরের ব্যবহার করেন। এ জন্য বলা হয়, 'অগাস্টাস রোমে এসে দেখেছিলেন ইট, আর রেখে গিয়েছিলেন মার্বেল।'

সাম্রাজ্যকে উন্নয়নের চূড়ান্তে পৌঁছে দিয়ে অগাস্টাস সিজার ১৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সিনেকা

মার্কাস অর্লিয়াস

রোমের দর্শন

সাম্রাজ্যের যুগে রোম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এ ক্ষেত্রে রোমে সবচেয়ে বেশি উন্নতি ঘটে ২৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে। এ যুগে সবচেয়ে বেশি এগিয়েছিল দর্শন ও সাহিত্যচর্চা। এক ধরনের দর্শনের নাম ছিল স্টোয়িকবাদ। রোমে স্টোয়িকবাদ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর আগে রোমে যে দর্শন জনপ্রিয় ছিল, তাকে বলা হতো এপিকিউরীয়বাদ। এই দর্শনের চিন্তা ছিল কিছুটা পুরোনো ধরনের। যে কারণে সাম্রাজ্যের যুগে দার্শনিক ও চিন্তাশীল মানুষ এপিকিউরীয়বাদকে আর তেমনভাবে পছন্দ করতে পারেনি। স্টোয়িকবাদ তাই জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। কারণ, এই দর্শনচিন্তায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ছিল। যেমন—কোন কাজ মানুষের করা উচিত, কেন আইনশৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে, প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে কেন মানুষকে জানতে হয় ইত্যাদি। প্রতিদিনের এমন প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বলে রোমের চিন্তাশীল মানুষ স্টোয়িকবাদ পছন্দ করে ফেলে। এই মতবাদের তিনজন বিখ্যাত দার্শনিক হচ্ছেন সিনেকা, এপিকটেটাস ও রোমান সম্রাট মার্কাস অর্লিয়াস। তাঁরা এই কথা প্রচার করেছেন যে, প্রকৃত সুখ লাভ করতে হলে দেশের ভেতর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সবাইকে সৎ হতে হবে এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে।

ভার্জিল

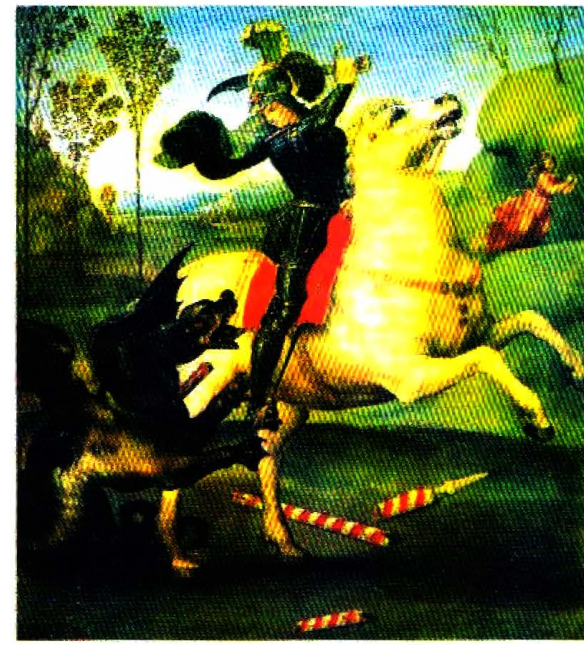

রোমান শিল্পীর আঁকা চিত্র

রোমান সাহিত্য

রোমে যে সাহিত্যের চর্চা হয়, তার মধ্যে দার্শনিকদের চিন্তার ছোঁয়া ছিল। অগাস্টাস সিজারের সময়ে সাহিত্যের বিকাশ সবচেয়ে বেশি হয়েছিল। এ যুগে কাব্য, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি লেখা হয়েছে। রোমের বিখ্যাত গীতিকবি ছিলেন হোরাস। বিখ্যাত কবি ভার্জিল এ যুগেই রোমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'ইনিড' নামের মহাকাব্য লিখে তিনি খ্যাতিমান হয়েছেন। এই মহাকাব্যে ভার্জিল রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবের কথা তুলে ধরেন। অগাস্টাস যুগের অন্য দুই বিখ্যাত কবি হচ্ছেন ওভিদ ও লিভি। ওভিদের লেখা কবিতাকে বলা হয় শোকগাথা। লিভি একজন ইতিহাস লেখক হিসেবেও খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস লিখেছিলেন। কিন্তু বইটি লেখা শেষ করার আগেই লিভি মারা গিয়েছিলেন। লিভি দেশকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর লেখায় এরই প্রকাশ পাওয়া যায়। রোমের আরেকজন ইতিহাস লেখক হচ্ছেন টেসিটাস। রোমের ইতিহাসবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে খ্যাতিমান। এ যুগে গদ্যলেখক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন সিসেরো। সিসেরোর আরেকটি পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন নামকরা বক্তা। রোমের প্রখ্যাত উপন্যাস লেখক ছিলেন প্যাট্রোনিয়াস ও এ্যাপুলিয়াস। এ সময় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল এ্যাপুলিয়াসের উপন্যাস *দ্য গোল্ডেন অ্যাস* বা সোনালি গাধা। এ যুগে ব্যঙ্গ কবিতা লিখে সুপরিচিত হয়েছিলেন কবি জ্যুভেনাল।

কলোসিয়াম

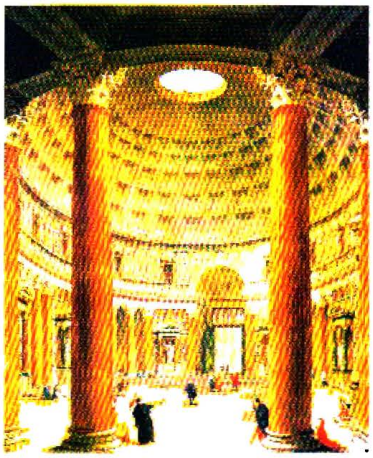

পেনথিয়নের অভ্যন্তর

শিল্পকলা

রোমের শিল্পকলা প্রথম দিকে হেলেনিস্টিক শিল্পকলার প্রভাবে বিকাশ লাভ করেছিল, বিশেষ করে, খুব স্পষ্ট ছিল গ্রিস ও এশিয়া মাইনরের শিল্পকলার প্রভাব। রোমের সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করে সেসব দেশের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুটে আনত। আর তা শোভা পেত রোমের জাদুঘরে, সম্রাটের প্রাসাদে ও বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে। একসময় এসব দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তাই রোমান শিল্পীরা আকর্ষণীয় শিল্পদ্রব্যগুলোর অনুকরণে একই ধরনের সামগ্রী বানাতে থাকেন। এভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেই রোম প্রজাতন্ত্রে একটি শিল্পীসমাজ গড়ে উঠতে থাকে। তবে সাম্রাজ্যের যুগে অবস্থার পরিবর্তন হয়। এ পর্যায়ে অন্যের প্রভাবে নয়, নিজেদের মৌলিক শিল্পদ্রব্য তৈরি হতে থাকে। এ যুগে তৈরি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে রোমের নিজস্ব ধারা স্পষ্ট হয়। তখনকার রোমের স্থাপত্যের সাধারণ গঠনরীতি ছিল কিছুটা গোলাকৃতি, প্রাসাদের ওপর গম্বুজ নির্মাণ এবং দরোজা-জানালায় খিলান তৈরি করা। কোনো কোনো মন্দিরে কোরিন্থীয় রীতির পিলারও দেখা গেছে। ইমারতগুলো সাধারণত ইট দিয়ে তৈরি করলেও তার ভেতর চার কোনাকার পাথর ব্যবহার করা হতো। দালানকোঠাগুলোর শোভা বাড়ানো হতো নানা রকম অলংকরণ করে। রোমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য হচ্ছে সম্রাট হাডরিয়ানের সময়ে তৈরি ধর্মমন্দির পেনথিয়ন। এই মন্দিরের ওপর বিশাল বড় গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। মল্লযুদ্ধের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল বিশাল স্টেডিয়াম বা নাট্যশালা, যা কলোসিয়াম নামে পরিচিত।

রোমে যেসব ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, তার মধ্যে দেবতা, সম্রাট বা বিখ্যাত মানুষদের মূর্তি ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

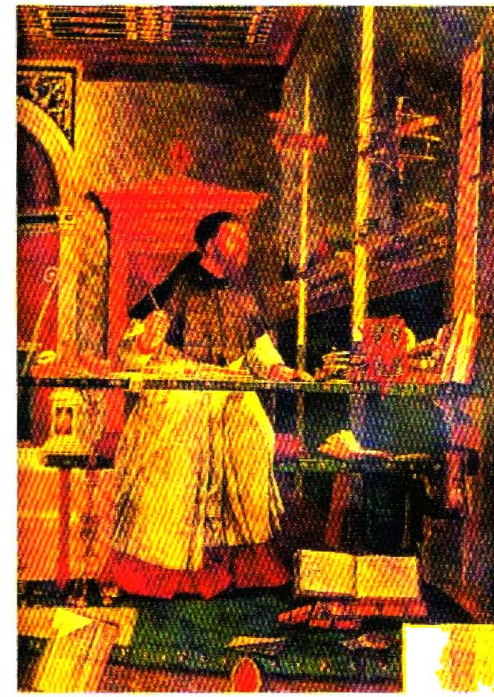

বিজ্ঞানীর গবেষণাগার

ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করছেন

রোমের বিজ্ঞান

রোমের সম্রাটেরা সাম্রাজ্য বিস্তারে বেশি মনোযোগী ছিলেন। এ যুগে রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা বা আইনের ক্ষেত্রেই সম্রাটেরা মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাই এই পর্বে বিজ্ঞানের তেমন বিকাশ ঘটেনি। তবে বিজ্ঞানচর্চা যে একেবারে থেমে ছিল, তা বলা যাবে না। এ যুগে যে কজন বিজ্ঞানী অবদান রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন 'বড় প্লিনি'। ৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েক খণ্ড বিশ্বকোষ রচনা করেন। এই বিশ্বকোষের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি' বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। প্রায় ৫০০ জন লেখকের লেখা দিয়ে এই বিশ্বকোষ সাজানো হয়েছিল। স্টোয়িক দার্শনিক সিনেকাও বিজ্ঞান বিষয়ে বই লিখেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন বিজ্ঞানী সেলসাস।

তবে রোমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁরা কেউ রোমান নন। এদিক থেকে ইতালিতে বসবাস করা হেলেনিস্টিক বিজ্ঞানীদের কথা বলা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী গ্যালেন। তিনি ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষক। গ্যালেন ধমনিতে রক্ত চলাচলের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ভাবন করতে পেরেছিলেন। গ্যালেন ছাড়া অন্যান্য হেলেনিস্টিক বিজ্ঞানীর মধ্যে সোরানাস ও রুফাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সোরানাস ছিলেন একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। নাড়ির স্পন্দন দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারতেন রুফাস। তিনিই প্রথম বলেছিলেন, খাওয়ার পানি আগুনে ফোটালে তা বিশুদ্ধ হয়।

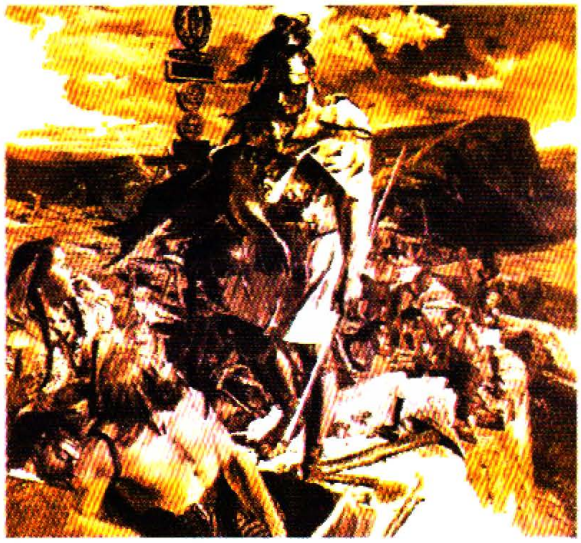

দাসদের জীবন

রোমের বাণিজ্য জাহাজ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন

প্রজাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চেয়ে সাম্রাজ্যের যুগের সমাজব্যবস্থা কিছুটা আলাদা ছিল। এ সময় সমাজে স্টোয়িক দর্শনের প্রভাব পড়ে। আবার স্বাধীনভাবে কাজের সুযোগও বেড়ে যায়। এসব কারণে রোমে দাসত্বপ্রথার অবসান ঘটতে থাকে। যদিও অগাস্টাস সিজার দাসত্বপ্রথা টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, তবুও চারদিকে মুক্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা কাজকর্মে যুক্ত হয়। সাম্রাজ্যের যুগে রোমের সমাজে মানুষের মধ্যে নানা ধরনের অন্যায় আচরণ দেখা যেতে থাকে। মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পশুর সঙ্গে দাসেরা মল্লযুদ্ধ করত, আর তা দেখে দর্শক হাততালি দিত। এসব থেকে বোঝা যায়, মানুষ কতটা নিষ্ঠুর হয়ে পড়েছিল।

এ যুগে কৃষি ও শিল্প ছিল রোমের অর্থনীতির মূল উৎস। কৃষকেরা প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করত। সাম্রাজ্যের যুগে রাসায়নিক সারও ব্যবহার করা হতো। রোমানরা খামারে হাঁস-মুরগি পালন করত। রোমের শিল্পকারখানাগুলোতে তৈরি হতো আসবাব, যুদ্ধাস্ত্র এবং ব্রোঞ্জ ও লোহার দ্রব্যসামগ্রী। এ যুগে কারিগরেরা পশমি কাপড় ও মাটির পাত্র বানাতে দক্ষ ছিল।

রোমান বণিকেরা ভারত ও চীনের মতো দূরবর্তী দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। ভারত থেকে আনা হতো মসলা, দামি পাথর, চন্দনকাঠ প্রভৃতি। এ কারণে ভারতে অনেক রোমান স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। চীন থেকে রোমানরা রেশমি কাপড় আমদানি করত। এ যুগে রোমান বণিকেরা ছিল সবচেয়ে ধনী।

ধর্মমন্দির পেনথিয়ন

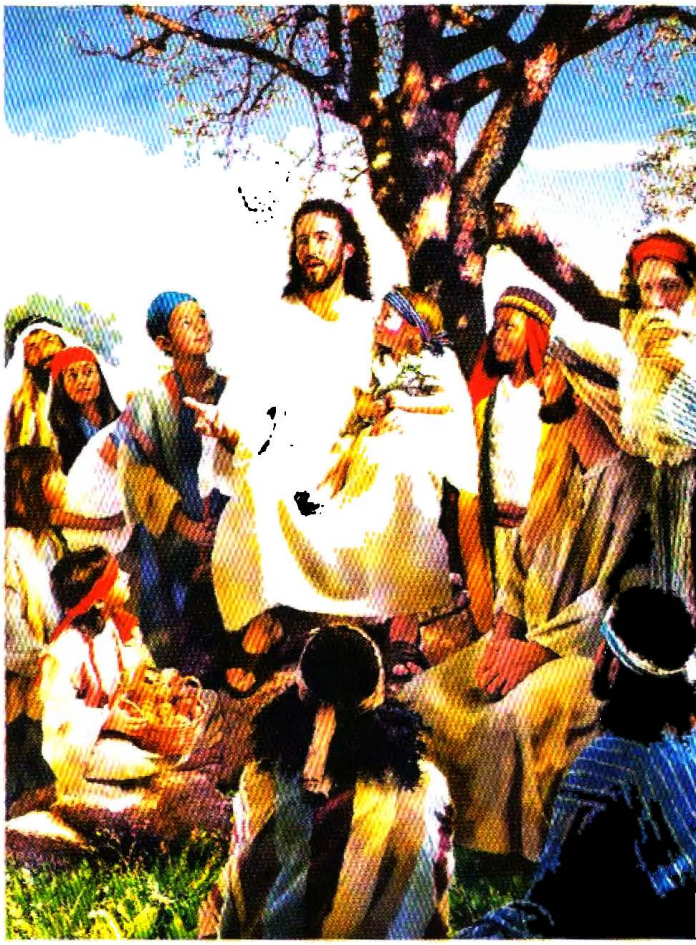

শিল্পীর আঁকা যিশু

রোমের ধর্ম

সাম্রাজ্যের যুগে রোমানদের ধর্মবিশ্বাস প্রজাতন্ত্রের যুগের মতোই ছিল। এ যুগে অনেক মন্দির তৈরি হয়েছিল। বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে মন্দিরগুলোতে দেবদেবীর পূজা করা হতো। অগাস্টাস সিজারের শাসনকালে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোর ধর্মীয় ধারণায় কিছুটা প্রভাবিত হয় রোম। তাই রোমানরা সম্রাটকে ঈশ্বরের মতো সম্মান করত। সম্রাটের উদ্দেশে পূজাও দিত তারা।

সাম্রাজ্যের যুগের শেষ দিকে রোমে খ্রিষ্টধর্মের বিস্তার ঘটে; একই সঙ্গে আদি ধর্ম পালনও চলতে থাকে। খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করে, পৃথিবীতে সব মানুষ সমান। এখানে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ নেই। এই বাণী রোমের সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। খ্রিষ্টধর্ম মূর্তিপূজা পছন্দ করত না। এ কারণে রোমের সম্রাটেরা এই ধর্মের শত্রু হয়ে যান। কারণ, তাঁরা জানতেন, মানুষ মূর্তিপূজা করে বলেই সম্রাটকেও দেবতার মতো ভক্তি করে। তাঁরা মনে করেন, রোমানরা মূর্তিপূজা ভুলে গেলে সম্রাটকে আগের মতো সম্মান করবে না। রোমের প্রাচীন ধর্মই ছিল রোমানদের রাষ্ট্রধর্ম। এ কারণে কেউ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকে অত্যাচার করা হতো। এসব কারণে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে খ্রিষ্টধর্মেরই জয় হয়েছিল। সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টধর্মকে রোমের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন।

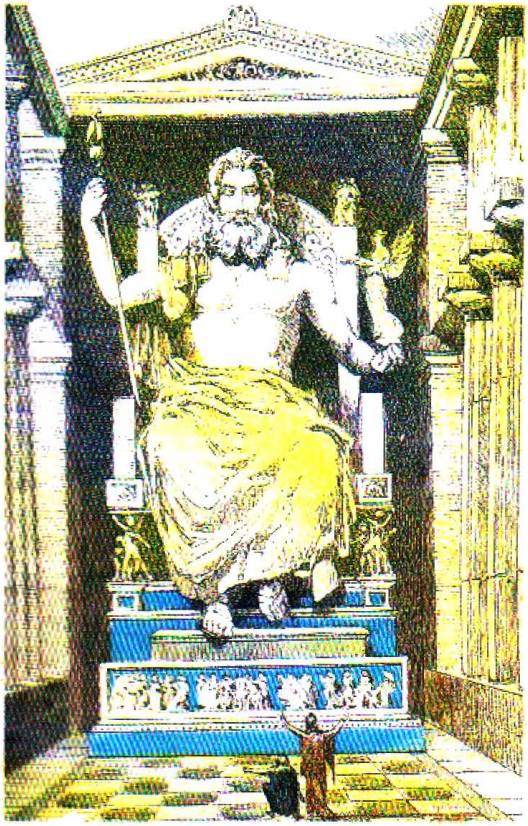

রোমান দেবতা

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

রোমান আইন

আইনের ক্ষেত্রে রোমানরা সবচেয়ে গৌরব করার মতো অবদান রাখতে পেরেছিল। প্রথম যুগে রোমান আইন লিখিত ছিল না। মুখে মুখে প্রচারিত আইন দিয়ে তারা তাদের সমস্যা মেটাত। আগেই বলা হয়েছে, রোমানরা ১২টি ব্রোঞ্জপাতে প্রথম আইনের ধারা লিখেছিল। এই আইনে মানুষের কল্যাণের পক্ষে বিধান থাকলেও দাস ও বিদেশিদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কোনো কিছু লেখেনি। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিস্তারিতভাবে লেখা না থাকায় বিচারকেরা নিজেদের ইচ্ছেমতো আইনের ব্যাখ্যা দিতেন। ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। সাম্রাজ্যের যুগে রোমে নতুনভাবে আইন লেখা হতে থাকে।

বিভিন্ন দিক বিচারে রোমের আইনকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যেমন—১. লিখিত ও অলিখিত আইন, ২. বেসামরিক আইন, ৩. সরকারি ও বেসরকারি আইন, ৪. জনগণের আইন ও ৫. প্রাকৃতিক আইন। এভাবে আইনের ক্ষেত্রে রোম সভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রোমান আইন ছিল নিরপেক্ষ ও উদার। এই আইন বিধবা ও এতিমদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। দাসকে হত্যা করলে দাস-মালিককে রেহাই দেওয়া হতো না। আইনের দৃষ্টিতে তিনি খুনি হিসেবে অভিযুক্ত হতেন। রোমান আইনে দাসদের অধিকার রক্ষার বিধান রাখা হয়েছিল। ১৩১ খ্রিষ্টাব্দে রোমের সম্রাট হাডরিয়ান রোমান আইনের ভুলগুলো সংশোধন করেছিলেন। পরবর্তীকালে রোমান আইন পরিপূর্ণভাবে সংকলন করেন বাইজেনটাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ান।

রোমের ভাস্কর্য

লিখে রাখা আইন

ব্রোঞ্জের পাতে রোমানদের লিখে রাখা ১২ আইনের বিধান কেমন ছিল, একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। মানুষের জীবনে দরকার পড়বে এ রকম অনেক বিষয়েই বিধান রাখা হয়েছিল। এখানে ছিল জমিজমাসংক্রান্ত আইন, সন্তানদের প্রতি বাবার অধিকার কী, বাবা মারা গেলে সম্পত্তি কীভাবে ভাগ হবে—সবকিছুই লেখা ছিল ব্রোঞ্জ পাতে। কাউকে আঘাত করলে বা খুন করলে কী শাস্তি হবে, সেসব বিধিও লেখা ছিল। আইনের কোনো কোনো ধারায় সরকারের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্ম সম্পর্কেও ব্যাখ্যা রয়েছে এখানে। রোমান আইনের কতগুলো বিষয় উল্লেখ করার মতো। যেমন, ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে আইন খুব কঠোর ছিল। কোনো মহাজন কাউকে ঋণ দেওয়ার পর সময়মতো ঋণ পরিশোধ না করলে সে আইনের সহায়তা পেত। আইন অনুযায়ী, যে ঋণ গ্রহণ করেছে তা পরিশোধ করার জন্য মহাজন তাকে ৩০ দিন সময় বেঁধে দিত। এর মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন তাকে ১৫ পাউন্ড ওজনের শিকল দিয়ে ৬০ দিন বেঁধে রাখতে পারত। মহাজন চাইলে ঋণী ব্যক্তিকে জেলেও পাঠাতে পারত। আবার কোনো আইনে লেখা আছে, সন্তানের ওপর বাবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। অবাধ্য সন্তানকে বাবা ইচ্ছে করলে জেলে পাঠাতে পারত, দাস হিসেবে বিক্রি করতে পারত বা গুরুতর অপরাধ করলে হত্যাও করতে পারত। চুরি বা দস্যুতার ক্ষেত্রে আইন ছিল কঠোর। যেমন, রাতে ডাকাতি করলে বা অন্যের ফসল নষ্ট করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত।

রোমান সম্রাট

সাম্রাজ্যের শেষ অধ্যায়

রোমের সাম্রাজ্যের দুর্বল সময়কাল ছিল ২৮৪ থেকে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই পর্বের সম্রাটেরা তেমন শক্ত হাতে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেননি। তাঁরা ছিলেন স্বৈরশাসক। একমাত্র সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে বসে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এ সময়কালে রোম সাম্রাজ্য বড় দুই অংশে বিভক্ত ছিল। ইতালিকে ঘিরে মূল রোম পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত ছিল, আর অন্যটি পরিচিত ছিল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য নামে। সম্রাট পশ্চিমাংশের শাসক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সহযোগী ম্যাক্সিমিয়ানকে। এ যুগে বেশ কয়েকটি জার্মান বর্বর গোত্র বারবার আক্রমণ করছিল রোমে। ফলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। সাধারণ মানুষ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ৩০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লেশিয়ান ও মেক্সিমিয়ান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এবার পশ্চিম রোমের সিংহাসনে বসেন কনস্ট্যানটাইন। তিনি খ্রিষ্টধর্মকে রোমের অন্যতম ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এতে রোমের অনেকে নাগরিক খ্রিস্টান হলেও সরকারবিরোধী মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। রোমের সেনাবাহিনী বর্বর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারছিল না। এভাবে পশ্চিম রোমে বর্বর আক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সম্রাট রাজধানী সরিয়ে নেন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বাইজেনটিয়ামে। সম্রাটের নাম অনুসারে এই নতুন শহরের নাম হয় কনস্ট্যান্টিনোপল। ৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের মৃত্যুর পর রোমে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সে সঙ্গে বেড়ে যায় বর্বর আক্রমণ। এর পরের সম্রাটেরা রোমকে রক্ষা করতে পারেননি। ক্রমে রোম সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে থাকে। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল।

সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

রোমে বর্বর আক্রমণ

রোম সাম্রাজ্যের পতন

রোমের শেষ সম্রাটের নাম রোমিউলাস অগাস্টুলাস। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে বর্বর গোত্রের সেনাপতি অডোএকার রোম দখল করে নেন। এভাবে পতন ঘটে রোম সাম্রাজ্যের। কিন্তু ভালোভাবে ইতিহাসের দিকে তাকালে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতন বর্বর আক্রমণের মতো একটিমাত্র কারণে ঘটে গেছে বলা যাবে না।

নানা কারণে অনেক দিন থেকেই রোম সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সেসব কারণ রোমকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলে। যেমন—সাম্রাজ্যের যুগে নানা রকম বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি দুর্বল করে ফেলেছিল রোমের প্রশাসনব্যবস্থা। লোভী সম্রাট আর শাসকেরা বর্বর আক্রমণ মোকাবিলায় তেমন মনোযোগ দেননি। সাম্রাজ্যের শেষ দিকে রোমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এ সময় শিল্প ও বাণিজ্যের অবনতি ঘটে। অন্যদিকে রোমে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন উন্নতি হয়নি। ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যেতে থাকে। রোমে সম্রাট হিসেবে কার পর কে বসবেন, এমন নির্দিষ্ট কোনো আইন ছিল না। তাই সামরিক নেতারা সিংহাসন পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হতেন। এই দুর্বল অবস্থায় ক্রমে বিদেশি আক্রমণ চলতে থাকে রোমে। এভাবেই অডোএকার তাঁর চূড়ান্ত আক্রমণ চালিয়েছিলেন। রোমান সম্রাট এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হওয়ায় পতন ঘটে রোম সাম্রাজ্যের। বিশাল রোম সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডে ভাগ হয়ে যায়। একেক খণ্ডের রাজা হন একেক বর্বর গোত্রের নেতা।

প্রথমা

প্রাচীন সভ্যতা সিরিজের অন্যান্য বই

মিসর

মেসোপটেমিয়া

পারস্য ও অন্যান্য
(হিট্টাইট, লিডিয়া, ফিনিশিয়া)

প্রাচীন ভারত

চীন

হিব্রু ও প্রাচীন ইউরোপ

গ্রিস

Prothoma
201308000093
150.00